কবিতা মঞ্জরী

S.N.H.

ধর্ম্মশীল—

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সোম

মহাশয় মহোদয়েষু।

সানুনয় নিবেদন মিদং।

মহাশয়! আমার প্রতি যে, কত অনুগ্রহ
প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন; তাহার
সীমা নাই। আমি কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ চিহ্ন-
স্বরূপ মহাশয়কে এই ক্ষুদ্র 'কবিতামঞ্জরী' গ্রন্থ
খানি উপহার দিতেছি; ইহা গ্রহণ করিয়া অনু-
গৃহীত করিবেন ইতি—

২৫ এ অগ্রহায়ণ
সন১২৭৮ বঙ্গাব্দ

একান্ত অনুগত
শ্রী গোপালচন্দ্র দত্ত

কবিতা মঞ্জরী

প্রার্থনা।

ওহে প্রভু দয়াময়, তোমার আদেশে হয়,
জগতের সৃষ্টি সমুদয়।
বার তিথি মাস যত, আসে যায় ক্রমাগত,
স্বভাবের শোভা কত হয়॥

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা, যথা ক্রমে সবে তারা,
শূন্য পথে করিছে ভ্রমণ।
সুশীতল সমীরণ, বহিতেছে সর্ব্ব ক্ষণ,
রক্ষিবারে জীবের জীবন॥

বায়ু ভরে বৃক্ষ সব, শন্ শন্ করে রব,
তারা যেন ধরিয়াছে তান।
পৃথিবী বেষ্টিত বারি, কলকল শব্দ করি,
তব গুণ করে সদা গান॥

পবিত্র সুন্দর যাহা, তোমার অর্পিত তাহা,
বিশ্বে তব মহিমা অপার ।
সুখের আকর হও, সদা হৃদয়েতে রও,
এই আশা পূরাহ আমার ॥

কর যোড়ে করি স্তুতি, নম্র ভাবে এ মিনতি,
মনঃ যেন কুপথে না যায় ।
মনের বিচিত্র গতি, যাতে হয় স্থির মতি,
সেই কৃপা করহে আমায় ॥

প্রভাত ।

এবে প্রভাত হইল,
শশি চলিয়া যাইল,
লোহিত বরণ ভানু, গগনে উঠিল ।
ফুটিল কুসুম কলি,
আসিয়া জুটিল অলি,
চারি দিকে কত তার সৌরভ ছুটিল ॥

কত বিচিত্র বিহঙ্গ,
প্রাণেতে করিয়া সুরঙ্গ,
সুধা সম স্বরে তারা, কতই ডাকিল।
বিন্দু বিন্দু শত শত,
নিশির শিশির যত,
দূর্ব্বাদলে মুক্তা যেন, ছড়ায়ে রাখিল॥
কমলিনী সরোবরে,
নীহারের হার পরে,
হর্ষে বিকসিত হয়ে, কতই হাসিল।
ভানুর কিরণ তায়,
মনোহর শোভা পায়,
তরুণ তপনে পেয়ে, উল্লাসে ভাসিল॥
যামিনীর অন্ধকার,
দেখা নাহি যায় আর,
সূর্য্যের আলোকে ধরা, হাসিতে লাগিল।
ধীরে ধীরে বায়ু বয়,
শরীর শীতল হয়,
পুলকে পূর্ণিত হয়ে, সকলে জাগিল॥

ধেনু সব মাঠে ধায়,
রাখাল সঙ্গেতে যায়,
করিতে করিতে গান আনন্দের ভরে।
কাঁধেতে করিয়া হল,
চলেছে কৃষক দল,
নিজ নিজ ক্ষেত্র সব, চসিবার তরে॥
দিবাচর পশু যারা,
ক্রীড়া করে কিবা তারা,
দিনের আলোক পেয়ে, হরষিত মনে।
উঠ শিশু ত্বরা করি,
সুখ শয্যা পরিহরি,
মনঃ দেয় সবে নিজ, পাঠ অধ্যয়নে॥

প্রদোষ।

দিনমণি শ্রান্ত হয়ে, অস্তেতে যাইল।
সময় পাইয়া এবে, গোধূলি আইল॥

লুকায়ে নক্ষত্র যারা, এতক্ষণ ছিল।
সূর্য্য অস্তবুঝে তারা, ক্রমে দেখা দিল॥
রবির কিরণ জাল, গগনে উঠিল।
গগনের শোভা তায়, কতই বাড়িল॥
কোথা বা লোহিত মেঘ, কত রূপ ধরে।
সুবর্ণের ছটা যেন, গগন উপরে॥
কোথা বা মেঘের দল, তূলা রাশি প্রায়।
গগনেতে বায়ু ভরে, ভেসে ভেসে যায়॥
প্রদোষ কালের শোভা, অতি চমৎকার।
গগন মণ্ডল হয়, শোভার ভাণ্ডার॥
ধীরে ধীরে নাচাইয়া, গাছের পাতায়।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, বহিয়া বেড়ায়॥
বিবিধ কুসুম গন্ধ, হরে আনে তায়।
শীতল সৌরভে তার, শরীর জুড়ায়॥
এই রূপ সন্ধ্যা বায়ু, বহিতে লাগিল।
পরশনে জীব সব, আনন্দে ভাসিল॥
প্রদোষ প্রসূন-কলি, সকলি ফুটিল।
চতুর্দ্দিকে কিবা তার, সৌরভ ছুটিল॥

মধুগন্ধে কত অলি, উড়িয়া আসিল।
ফুল্ল ফুল দলে তারা, ক্রমেতে বসিল ॥
সন্ধ্যা সমাগম হেরে, দিবাচর গণে।
স্ববাসে সকলে গেল, উল্লাসিত মনে ॥

সূর্য্য ।

উজ্বল প্রভায় অই, উদিয়া তপন ।
যামিনীর অন্ধকার, করিল গোপন ॥
কেমন আকাশ পথে, করিছে ভ্রমণ ?
দেখিয়া যাহারে হয়, পুলকিত মনঃ ॥
প্রভাতে প্রদোষে ধরে, লোহিত বরণ ।
তার শোভা হয় যেন, কসিত কাঞ্চন ॥
মধ্যাহ্নে সে রূপ আর, থাকেনা তপন ।
খরতর প্রভা হয় তাহার তখন ॥
সকল সময়ে রবি এক রূপ নয় ।
জগতের হিত হেতু, কত রূপ হয় ॥
কখন তপন তাপে তপ্ত হইবারে ।
কত দেশে কত লোক, কত চেষ্টা করে ॥

কভু তপনের তাপ, সহাকর নয়।
তপনের তাপে যেন, দেহ দাহ হয়॥
কোন দেশে কোন কালে, হয় কষ্ট কর।
দেশ কাল ভেদে পুন, সুখের আকর॥

চন্দ্র।

কেমন সুন্দর চাঁদ, উঠেছে গগনে।
ভুবন উজ্বল করে, রেখেছে কিরণে॥
চমৎকার চন্দ্রিমার, কিবা রশ্মি জাল।
রসানে মার্জ্জিত যেন, রজতের থাল॥

ক্রমে ক্রমে যত উহা, হতেছে উদয়।
তামসীর তম তত, পেতেছে বিলয়॥
কোন খানে তম আর, দেখা নাহি যায়।
মনঃ দুঃখে ধরা ত্যজে, গিয়েছে কোথায়॥

কৌমুদী রাশিতে ধরা, ধৌত হয়ে কায়।
কিবা মনোহর রূপ, ধরিয়াছে তায়॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি, দেখিবারে পাই।
চক্‌ মক্‌ করে ধরা, হাসিছে সবাই॥

শশীর শরীর হয়, সুধার আধার ।
সুধাময় রশ্মি তাই, করেছে বিস্তার ॥
সুধা আশে শশি-পাশে, সদা যেই ধায় ॥
সে বিনে সুধার স্বাদ, বুঝিতে কে পায় ॥

অন্য বিহঙ্গম স্বাদ, বুঝিবে কেমনে ।
সুধার সুস্বাদ যাহা, চকোর বিহনে ।
সুধাংশুর দরশনে, উল্লাসিতমনে ।
উড়িছে চকোর অই, দেখনা গগনে ॥

কোথা থেকে মেঘ এসে, শশীরে ঢাকিল।
শশী হারা হয়ে ধরা, কাঁদিতে লাগিল ॥
ক্রন্দনের বারি হয়, নিশির শিশির ।
মলিন হইল ধরা, অভাবে শশীর ॥

ক্ষণ পরে পুনঃ মেঘ, উড়িয়া যাইল ।
হারাধনে পেয়ে ধরা, হাসিয়া উঠিল ।
শিশিরের বিন্দু এবে, শোভে অতিশয় ।
ক্রন্দনের বারি ঘুচে, মুক্তাহার হয় ॥

চাঁদ সহ তারাগণ, ঝিক্ মিক্ করে।
থেকে থেকে ধরা তায়, নানা রূপ ধরে॥
কত সুখ উপজয়, হেরিয়া তাহায়।
শীতল কিরণ জালে, নয়ন জুড়ায়॥

বিদ্যুৎ।—

বিদ্যুতের কিবা শোভা, নব ঘনোপরে রে!
কি দিব তুলনা তার,
নাহিক অমন আর;
যে দেখেছে একবার, সেকি ভুলে আর রে॥

বিদ্যুতের চক্ মক্, কিবা মনোহর রে!
এই ছিল এই খানে,
অই গেল অই স্থানে;
কেহ তাহা নাহি জানে; কত রূপ ধরে রে॥

বিদ্যুতের আলো ভাল; যদি হয় স্থির রে।
কিন্তু সেত স্থির নয়;
সতত চঞ্চল রয়;
সহসা উদয় হয়; জলদের পাশে রে॥

সকল সময় কেন, দেখা নাহি যায় রে?
অতিশয় মনো লোভা;
প্রীতিকর যার শোভা;
কভু নাহি তার প্রভা, স্থির ভাবে রয় রে ॥

তাই বুঝি বিদ্যুতেরে, ক্ষণ প্রভা কয় রে।
চপলা চঞ্চলা অতি,
পরাজয় সদাগতি,
ভ্রমে এত দ্রুত গতি, আকাশের পথে রে ॥

মেঘের অন্তরে বাস, কেন সদা করে রে?
যে যার আশ্রিত হয়,
সে তার নিকটে রয়,
দিতে এই পরিচয়, মানব সকলে রে ॥

পর্ব্বত।–

ভূধর ভুবন খ্যাত, দেখিতে সুন্দর।
দূর হতে শোভা তার, অতি মনোহর ॥

ধরাতলে পড়ে যেন, নব জলধর।
মস্তক উন্নত করে, গগন উপর॥

বিবিধ বিচিত্র রূপ, সময়ে সময়ে।
ভূধর শিখর ধরে, ভাস্কর উদয়ে॥
অস্তকালে পুনঃ তার, হয় কিবা শোভা।
জলদের কোলে যেন, বিদ্যুতের প্রভা॥

প্রাতঃ সন্ধ্যা কালে, তথা বিহঙ্গম সব।
সুললিত স্বরে তারা, করে কত রব॥
বনজাত ফুল কত, হয় বিকশিত।
যাহার সৌরভে শৈল, সদা আমোদিত॥

নানাজাতি মহীরুহ, উদ্ভুরুহ প্রায়।
পর্ব্বতের গায় তারা, কিবা শোভা পায়॥
ফুল ফল ভরে তারা, অবনত রয়।
সে শোভা হেরিয়ে কেবা, মোহিত না হয়॥

পর্ব্বত-বরণা কত, কহনে না যায়।
চাঁদের আলোক যদি, কভু পড়ে তায়॥
রজতের খনি যেন, উত্তাপে গলিয়া।
নদী রূপ ধরে তারা, যেতেছে বাহিয়া॥

উপরে তপন তাপে, তনু জ্বলে যায়।
নীচে তার বৃষ্টি হয়, কি আশ্চর্য্য হায়॥
এমন আশ্চর্য্য বল, দেখেছ কোথায়?
পর্ব্বত শিখরে বসে, যাহা দেখা যায়॥

পার্ব্বতীয় লোক কত, তথা করে ঘর।
রয়েছে পরম সুখে, তাহার ভিতর॥
ভয়ানক হিংস্র জন্তু, পর্ব্বত কন্দরে।
সিংহ ব্যাঘ্র আদি করে, কত বাস করে॥

ইতস্ততঃ কত শত, প্রস্তরের স্তূপ।
ধরিয়া রয়েছে সবে, ক্ষুদ্র শৈল রূপ॥
অধিত্যকা উপত্যকা, কত রূপ ধরে।
না দেখিলে কেহ তাহা, বুঝিতে না পারে॥

অপরূপ আর কিবা, চাই পরিচয়।
হিম গ্রীষ্ম আদি ঋতু, এক কালে রয়॥
বিজাতীয় ফুল ফল, শোভে শৈলপরে।
ইতালীর দ্রাক্ষা লতা, হিম গিরি ধরে॥

সমুদ্র।

আহা কিবা মনোরম, সাগর সকল।
যাহারে হেরিলে হয়, নয়ন শীতল ॥
প্রাতঃ সন্ধ্যা কালে ধরে, নানা বিধ রূপ।
ভুলিতে না পারে কেহ, দেখিলে সে রূপ ॥

স্নান হেতু ভানু যেন, জলমগ্ন ছিল।
ঊষা হেরে স্নান সেরে, গগনে উদিল ॥
রাঙা রবি ছবি সেই, সমুদ্রের কোলে।
নানা রঙে শোভা করে, জলের হিল্লোলে ॥

জল মধ্যে জল জন্তু, কত যে বিচরে।
কার হেন সাধ্য আছে, সংখ্যা তার করে ॥
তিমি আদি বড় মৎস্য, সুগভীর জলে।
শঙ্খ শম্বূকাদি কত, তীরে ধীরে চলে ॥

বহুবিধ বিহঙ্গম, অনিল উপরে।
বায়ু ভেদ করে তারা, শূন্য পথে চরে ॥
সেই রূপ কত শত, অর্ণব যান।
নীল নীর ভেদ করে, করিছে প্রয়াণ ॥

মন্দ মন্দ গন্ধবহ, বহে যদি তায়।
তরঙ্গের কত রঙ্গ, দেখা তবে যায়॥
বোধ হয় মেঘ যেন, স্থির ধরা তলে।
বায়ুভরে আন্দোলিত, হয়ে সদা চলে॥

রজনীতে সুধাকর, গগনে উদয়।
নক্ষত্র সহিত তায়, কত শোভা হয়॥
সমুদ্রের জলে পড়ে, প্রতিবিম্ব তার।
অম্বুতে অম্বর জ্ঞান, অতি চমৎকার॥

নদী।

গিরিসুতা স্রোত স্বতী,
অতিশয় দয়াবতী,
জন্ম যার হইয়াছে, নির্জন প্রদেশে।
হেন সাধ্য আছে কার,
রুদ্ধ করে গতি তার,
দ্রুত বেগে ধায় রবে, সাগর উদ্দেশে॥

বেগভরে চলে যায়,
মানেনাকি বাধা তায়,
কভু নাহি হয় যায়, গতির বিরতি।
ঋজু ভাবে গতি নয়,
স্থানে স্থানে বক্র হয়,
করিতেছে কত তায়, দেশের উন্নতি॥
প্রবাহিনী সমুচ্চয়,
যেসব দেশেতে বয়,
উর্ব্বর মৃত্তিকা কিবা, হয় তথাকার।
কৃষকের অভিলাষ,
পূর্ণহয় বার মাস,
নিজ নিজশ্রম যোগ্য, পায় পুরস্কার॥
যত ওষধি ওদন,
চাসার আশার ধন,
শস্যভরে রয় সদা, হয়ে অবনত।
বাণিজ্য বহিত্র কত,
পণ্য দ্রব্য শত শত,
মিলায় বহিয়া আনি, নিত্য অবিরত॥

নদীর প্রভাব যথা,
কিসের অভাব তথা,
যার যাতে প্রয়োজন, মিলে সমুদয়।
অশনের দ্রব্য যত,
ঋতু ভেদে নানা মত,
যাহার প্রভাবে সব, উৎপন্ন হয়॥
শীতল যাহার বারি,
জীবগণ পান করি,
পিপাসার ক্লেশ হতে, পরিত্রাণ পায়।
শ্রান্ত হয়ে পান্থ জনে,
যাইয়া যায় সদনে,
যেই জলে স্নান কোরে, স্নিগ্ধ করে কায়॥
কে যেন তাহার তীরে,
ব্যজন করিছে ধীরে,
সুশীতল সমীরণ, এইরূপ বয়।
মন্দ মন্দ সমীরণে,
খেলিতেছে প্রতিক্ষণে,
মানবের মনোহর, তরঙ্গ নিচয়॥

বৃক্ষ।

অহে তরুবর কিবা, কানন শোভন !
শ্যামল পল্লব ধর, অতি মনোহর ;
নাহিক অমন আর, নেত্র তৃপ্তিকর।
কোথা হতে পেলে তুমি, ও নব ভূষণ ?

যে সময়ে অবনত, রহ ফল ভরে ;
বিবিধ বিহঙ্গ বসে, তোমার শাখায়--
সুমধুর স্বরে তারা, কত গীত গায় ;
বর্ষে সুধা তায় যেন, শ্রবণ বিবরে।

যার কাছে তব স্থিতি, কি সৌভাগ্য তার ?
[illegible] সুপক্ক ফল, করিয়া ভক্ষণ,
তোমার প্রসাদে করে, তৃপ্ত দেহ [illegible] ;
বঞ্চিত না হয় কভু, পায় পুরস্কার।

মহীরুহ তুমি বড়, দয়ার রতন !
মানবের হিত হেতু, অবনী মণ্ডলে,
জন্ম লয়ে কর কত, বায়ুর হিল্লোলে,
শ্রান্ত পান্থ জনগণে, চামর ব্যজন।

উত্তাপে তাপিত হয়ে, পথিক সকল,
সুশীতল তব ছায়ে—শ্রান্তি দূর করে;
উল্লাসিত মনে তাহা, লভিবার তরে,
ধাইয়া সতত যায়, হইয়া চঞ্চল।—

বসিয়া তোমার তলে, সুখী হয় কত?
দিতে যাহা নাহি পারে, অতি ধনবান্,
অনায়াসে কর তুমি, ছায়া ফল দান—
তব গুণ সবে গায়, তাই অবিরত।

ময়ূর।

কেরে তুই বিহঙ্গম, বিজন কাননে?
মনোহর রূপ কিবা, করিয়া ধারণ,—
নীরদে নিরখি দূরে, উল্লাসিত মনে,
পাখা মেলি মনোল্লাসে, কর বিচরণ।

রাম ধনুকের শোভা, হেরি পাখাপরি;—
নীল লাল, নানা রঙ, আছে থরে থরে।
কেমন সুন্দর ছটা, আহা! মরি মরি!
ভানুর কিরণে তায়, কত শোভা ধরে!

নৃত্য তোর, একবার নয়নে যে হেরে;--
অপরূপ রূপ তোর, নয়ন রঞ্জন,
জীবন থাকিতে কভু, ভুলিতে কি পারে!
কে তোরে শিখালে পাখী, নাচিতে অমন?

নির্জ্জনে হেরিয়া নৃত্য, চিনিয়াছি তোরে;
নাচ একবার আর, করি বিলোকন।
শিখী ভিন্ন হেন নাচ, কে নাচিতে পারে?
হেরিলে যাহার নৃত্য, মুগ্ধ হয় মন।

ত্যজিয়া নিবিড় বন, এস একবার;
এ নিভৃত স্থান তব, উপযুক্ত নয়।
আসিয়া মানব গর্ব্ব কর ছার খার—
পরিচ্ছদ পরে যারা--অহঙ্কারী হয়।

কোকিল।

শ্যামল বরণ পাখী, কেরে তুই শাখে?
বসিয়াছ পাদপের, সুমধুর স্বরে?
ভুবন মোহিত হয়, শ্রবণ বিবরে—
বরষয়ে সুধা যেন, তোর্ ওই ডাকে।

কেমনে শিখিলে পাখী সুমধুর গান্ ?
প্রভাতে ললিত রাগে, গাওরে যখন,
কেনা মুগ্ধ হয় শুনে, সে সুধা বর্ষণ ?
নয়ন লোহিত করে, ধর কত তান।

গান শুনে পাখী আমি, চিনিয়াছি তোরে,
বসন্তের প্রিয় তুই, নাম পিকবর;
তাইরে অমন পাখী, পেয়েছ সুস্বর,
ভুলিতে না পারে কেহ, ও মধুর স্বরে।

রূপ হীন হয়ে স্বরে, করিয়াছ বশ;
দিতে এই উপদেশ, মানব সকলে,
পরস্পর সবে যেন, প্রিয় ভাষা বলে;
কবিগণ গায় তাই, তোর এত যশঃ।

ভ্রমর।

কে তুমি পতঙ্গ বল, অসিত বরণ ?
কমল কাননে আসি, দিলে দরশন॥
গুন্ গুন্ রব করে, করিছ ভ্রমণ।
কার না ও রব শুনে, জুড়ায় শ্রবণ॥

মধুপ তোমার নাম, চিনেছি গুঞ্জনে।
মধুলোভে এসেছ কি, কমল কাননে?
কমল মুদিত প্রায়, হতেছে এখন।
অই দেখ বহিতেছে, সন্ধ্যা সমীরণ॥

অস্তাচলে দিনমণি, করিল গমন।
এসময়ে পদ্মে যেন, হয়োনা মগন॥
মধু গন্ধে অন্ধ হয়ে, হইলে পতন।
যাপিবে যামিনী তবে, বন্দীর মতন॥

লোভের কুহকে পড়ে, যাইবে জীবন।
তাইরে মধুপ তোরে, করিরে বারণ॥
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, জানিও নিশ্চয়।
তাই বলি লোভ করা, কভু ভাল নয়॥

মনুষ্য ত্রিকাল অসন্তুষ্ট।—

বালক বাসনা করে, মনেতে যেমন।
অনায়াসে প্রাপ্ত হবে, নবীন যৌবন॥
বিবাদে বিরক্ত তথা, হয়ে যুবাগণ।
বার্দ্ধকের শান্তি সুখ, করে অন্বেষণ॥

বৃদ্ধগণ সন্নিকট, দেখি নিজ কায়।
মনে করে শিশু হয়ে, বাঁচি চিরকাল॥
হাস্য নাহি ধরে হেরে, এই তিন জনে।
অবস্থায় বিষিষয়, ক্ষুধা যাচ্ছে মনে॥

বুঝিয়া ভাবিয়া দেখ, একি অপরূপ।
কেন যে এমন করে, না জানি স্বরূপ॥
তবে এই বোধ হয়, দিতে পরিচয়।
উপস্থিত অবস্থায়, কেহ তুষ্ট নয়॥

সমাপ্ত।